কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির জন্য
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য

ক. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গঠনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ঃ

❖ **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গঠনের প্রেক্ষাপট ঃ**

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যাপ্তি অর্ধ শতাব্দীর মত হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত রয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে ঢাকায় মনিপুর (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) কৃষি খামারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা ১০০০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। খামারটি কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারের কৃষি গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কোন কৃষি বিজ্ঞানে জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তা ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ কৃষি কলেজ থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই বাস্তবিকপক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হয়, পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তেমন কোন পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসল ভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী/ রকম সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকান্ড মাঠ পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ(ইএন্ডএম), ডিএ(জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত "প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শণ (টিএন্ডভি)" পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করেছে। পরিকল্পিত এবং অংশিদারীত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য ১৯৯৬ সালে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (এনএইপি) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ৮টি উইং এর সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দায়িত্ব হলো সকল শ্রেনীর চাষীদেরকে তাদের চাহিদা ভিত্তিক ফলপ্রসু ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা যাতে তারা তাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে স্থায়ী কৃষি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন মহাপরিচালক। দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৮টি উইং রয়েছে। সরেজমিন উইংয়ের আওতায় সারাদেশে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা, ৪৮৬টি উপজেলা, ১৫টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২টি ব্লক পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকান্ড বিস্তৃত রয়েছে। প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় ১৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), হর্টিকালচার উইংয়ের আওতায় ৭৩ টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র এবং উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের আওতায় ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পূর্ণগঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট পদ সংখ্যা ২৬,০৪২ টি।

❖ **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভিশন:** কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভিশনহলো "ফসলের টেকসই উৎপাদন"

❖ **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মিশন:** দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিকেন্দ্রিকৃত, এলাকানির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর কৃষকদের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, যাতে টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

❖ **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্দেশ্য ঃ**

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২. কৃষিজ পণ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি
৩. কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ
৪. মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ
৫. জৈব কৃষি উৎসাহিতকরণ

৬. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ
৭. জলবায়ু পরিবর্তনশীল কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
৮. কৃষি বিষয়ে ই-তথ্য সেবা নিশ্চিতকরণ
৯. মানব সম্পদ উন্নয়ন;

❖ **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যাবলী ঃ**

১. কৃষকের মাঝে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
২. পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ ও টেকসই উৎপাদনক্ষম উত্তম কৃষি কার্যক্রম প্রবর্তন
৩. কৃষি তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ই-কৃষি তথ্য সেবা সম্প্রসারণ
৪. কৃষি উপকরণের (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
৫. জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ
৬. পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির (surface water) ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ
৭. কৃষক পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ
৮. ঘাত সহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণ
৯. সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ
১০. কৃষির উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্তকরণ;
১১. উচ্চমূল্য ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
১২. দুর্যোগ মোকাবেলা ও কৃষি পূনর্বাসন করা;
১৩. মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানি নিশ্চিতকরণ;
১৪. কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা দান;
১৫. কীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
১৬. প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
১৭. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে যে বিরুপ প্রভাব তা মোকাবেলায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি প্রযুক্তি ও পরামর্শ প্রদান করা;

খ. প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও বিদ্যমান জনবল, নতুন নিয়োগ, পদোন্নতি ঃ

বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পূর্ণগঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট অনুমোদিত পদ সংখ্যা ২৬,০৪২ টি। এর বিপরীতে ১৮,৩৯৪ জন কর্মরত রয়েছেন। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২৫৯ জন বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার কর্মকর্তাসহ মোট ৭৭১ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ১ম শ্রেনির পদ ১৪২২টি, ২য় শ্রেনির পদ ২৫৫টি, ৩য় শ্রেনির পদ ৪৩৯৬ টি এবং ৪র্থ শ্রেনির পদে ১৫৭৫ টিসহ সর্বমোট ৭৬৪৮টি পদ শুণ্য রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৯৬ জন কর্মকর্তা এবং ১৫৮ জন কর্মচারী পদোন্নতি পেয়েছেন। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তাপদে নিয়োগের জন্য অন লাইনে আবেদনের জন্য সার্কুলার প্রদান করা হয়েছে।

গ. মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চ শিক্ষা, উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা ইন হাউজ প্রশিক্ষণ ঃ

প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ একটি উইং। একজন পরিচালক এ উইং এর দায়িত্বে আছেন। প্রশিক্ষণ উইং এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে তাঁরা তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল স্ তরের কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ, প্রশিক্ষণসুচী উন্নয়ন ও বাস্ তবায়নসহ ১৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সার্বিক কার্যক্রম তদারকী করা এ উইং এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

প্রশিক্ষণ উইং সহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর মাধ্যমে জুলাই'১৫ হতে জুন'১৬ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলা এবং উপজেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কর্মরত ৫,৪১৮ জন কর্মকর্তা, ১৫,৭৩০ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং ৩,৪২,০৭২ জন কৃষক/কৃষাণীকে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৬২তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৪৫ জন

বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার কর্মকর্তা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। কৃষি বিষয়ক উচ্চতর জ্ঞান আহরণের জন্য ১৩২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর, সেমিনারে বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৬টি সরকারী এটিআই'তে ৮,৫২৩ জন ছাত্র/ছাত্রী অধ্যয়নরত রয়েছে।

ঘ. ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে গৃহিত কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ ঃ

সরেজমিন উইং

ডিএই'র কর্মকান্ডের মুল কেন্দ্রবিন্দু হলো সরেজমিন উইং। মাঠ পর্যায়ে বার্ষিক কৃষি সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা এ উইং-এর মূল কাজ। এছাড়াও কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উপকরণের চাহিদা নিরূপন, বরাদ্দ ও মনিটরিং এবং মাঠের কার্যক্রম তদারকী করা। সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, বার্ষিক রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ সম্প্রসারণ বার্তা হিসেবে রূপান্তর করে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা। সরেজমিন উইং এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ নিম্নরুপঃ

খাদ্য উৎপাদনঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের (চাল+গম+ভুট্টা) উৎপাদন হয়েছে ৩৯১.০৩ লক্ষ মেঃ টন, ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছে ৯.৩৯৬ লক্ষ মেঃ টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ৯৪.৬৪ লক্ষ মেঃ টন, পিঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে ২১.৩০ লক্ষ মেঃ টন এবং পাটের উৎপাদন হয়েছে ৭৫.৬০ লক্ষ বেল। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের (চাল+গম+ভুট্টা) উৎপাদন হয়েছিল ৩৮৫.১৮ লক্ষ মেঃ টন, ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছিল ৮.৯৩ লক্ষ মেঃ টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ৯২.৫৪ লক্ষ মেঃ টন, পিঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে ১৯.৩০ লক্ষ মেঃ টন এবং পাটের উৎপাদন হয়েছিল ৭৫.০১ লক্ষ বেল। ফলে ২০১৪-১৫ এর তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দানাদার শস্যসহ অন্যান্য ফসলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

পণ্যের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৫-১৬) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (ডিএই)	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৫-১৬) প্রকৃত উৎপাদন (ডিএই)	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	পূর্ববর্তী অর্থবছরে (২০১৪-১৫) উৎপাদন (ডিএই)
২	৩	৪	৫	৭
চাল	৩৫০.৩০	৩৪৯.৯৬	৯৯.৯০	৩৪৭.১০
গম	১৩.৯৫	১৩.৪৮	৯৬.৬৩	১৩.৪৮
ভূট্টা	২৫.৭২	২৭.৫৯	১০৭.২৭	২৩.৬১
আলু	৯৪.৩২	৯৪.৬৪	১০০.৩৪	৯২.৫৪
পিঁয়াজ	১৯.৫০	২১.৩০	১০৯.২৩	১৯.৩০
পাট	৭৫.৬০	৭৫.৬০	১০০.০০	৭৫.০১
শাক-সবজি	১৪৩.৪৭	১৫২.৬৪	১০৬.৩৯	১৪২.৩৭

(আউশ, আমন, বোরো, গম, আলু ও পাট এই ৬ টি ফসল ডিএই ও বিবিএস কর্তৃক সমন্বয় করা হয়।)

কৃষি পুনর্বাসন ঃ

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত ১২টি জেলায় ২,১২,৬৭৯ জন ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে ২০৫৯.৫৪৮৩০ লক্ষ টাকার গম, সরিষা, ভূট্টা, ও আলু ফসলের বীজ ও রাসায়নিক সার বিনামূল্যে সরবরাহ করার নিমিত্ত কৃষি পূণর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।
- রবি ও খরিফ-১/২০১৫-১৬ মৌসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের গম, ভূট্টা, খেসারী, ফেলন ও গ্রীস্মকালীন মুগ চাষাবাদে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত ৯৮,২৪০ জন কৃষককে ১১৮৯.৭৭০৬০ লক্ষ টাকার প্রণোদনা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।
- খরিফ-১/২০১৬-১৭ মৌসুমে উফশী আউশ ও নেরিকা আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২,৩১,৩৬৩ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে ৩৩০০.৬২১৫৭ লক্ষ টাকার বীজ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ করার নিমিত্ত প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।
- ৬৪ টি জেলার মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ধৈঞ্চা চাষ এবং কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনে সেক্সফেরোমন ট্রাপ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৭,৮৮৫ জন কৃষকের মাঝে ১৯৬.৪৪৬৮৩ লক্ষ টাকার উপকরণ বিতরন করা হয়।

সহায়ক কর্মসূচি ঃ

- ডাল, তেল, মসলা ও ভূট্টাসহ ২৪ টি ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত ৪% সুদহারে বিশেষ কৃষি ঋণ প্রদানে সহায়তা।
- প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষী র‍্যালী, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা ইত্যাদি) এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষাণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য কৃষক পরিবারকে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান ও দশ টাকার বিনিময়ে কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলার কার্যক্রম চালু রেখে কৃষকদেরকে ক্ষমতায়ন।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ফসল উৎপাদনে ২২,৬৯,২২৬ মে.টন ইউরিয়া, ৫,৮৫,১০৭ মে.টন টিএসপি, ৫,৭৯,৮২৩ মে.টন এমওপি, ৫,১৬,১১৬ মে. টন ডিএপি এবং ২,৮৬,২৮১ মে.টন জিপসাম ব্যবহার হয়েছে।
- ক্রমবর্ধমান হারে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির কারণে মাটিতে জৈব পদার্থসহ বিভিন্ন প্রকারের পুষ্টি উৎপাদনের ঘাটতি দূর করার জন্য সুষম সার ব্যবহারে কৃষকদের পরামর্শ প্রদানসহ মাটির ভৌত গুণাবলী উন্নত করার লক্ষ্যে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রণোদনা প্রদান।
- সরকারের দক্ষ সার ব্যবস্থাপনার ফলে সার উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবহারে কোথাও সমস্যা হয়নি। সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার ক্রয় করার ফলে সুষম সার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভেজাল/বিনির্দেশ বর্হিভূত সার উৎপাদন ও বাজারজাত করার কারনে ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়েছে এবং ২টি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বন্ধ করা হয়েছে
- শহর-উদ্যান পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন, বাড়ির ছাদে পরিকল্পনার মাধ্যমে ফল ও সবজি চাষে বাড়ির মালিক, ডেভেলপারস্ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ।
- কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে বাজারের চাহিদাভিত্তিক নির্বাচিত পণ্যের ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ, সমস্যা নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পণ্যের সঠিক বাজার সৃষ্টি, ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড যোগাযোগ সৃষ্টিতে সহায়তাকরণ;
- অধিকহারে নিরাপদ ও গুণগত মানের ফল ও সব্জি রপ্তানির নিমিত্ত চাষ এলাকা সম্প্রসারণ, ফল সংগ্রহ ও সব্জির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ এবং মূল্য সংযোজনের নিমিত্ত ফল থেকে বিভিন্ন বাই-প্রোডাক্ট তৈরী এবং ফলের ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন;

কৃষির বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণ ঃ

লাগসই ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদেরকে উচ্চমূল্য ফসল চাষাবাদে নিবিষ্ট করা এবং নিম্নমূল্য সম্বলিত দানাশস্যের নিরবচ্ছিন্ন আবাদের উপর নির্ভরশীলতা থেকে সরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের কৃষির বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় জাতীয় দারিদ্র দূরীকরণ কৌশল হিসেবে কৃষির ক্ষেত্রসমূহের উন্নয়ন সাধন এবং গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মকন্ডের আওতায় উচ্চমূল্য ফসলসমূহের নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পটি প্রণীত হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে জানুয়ারী ২০০১ সন হতে জুন ২০০৯সন পর্যন্ত দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলার মোট ৬১টি উপজেলায় "উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (এনসিডিপি)" বাস্তবায়িত হয়। ঐ প্রকল্পের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২৭টি জেলার মোট ৫২টি উপজেলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ২০১০ সন হতে ২০১৬ সন পর্যন্ত "২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (এসসিডিপি)" এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এলক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আরএডিপি'তে ৪২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উচ্চমূল্য ফসল এর উপর ৭৫,০০০ জন কৃষক/কৃষাণীকে শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, উচ্চমূল্য ফসলের উপর ২১০টি মাঠদিবস আয়োজন, ১১০০টি উচ্চমূল্য ফসল এর উপর প্রদর্শণী স্থাপন, ডিএই কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তাসহ মোট ১৮৫০জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান, হর্টিকালচার সেন্টার ও নার্সারী উন্নয়ন, উপ-পরিচালকের কার্যালয় নির্মাণ ও সম্প্রসারণ ও ৮৭টি কৃষি পণ্য সংগ্রহ ও বিপনন কেন্দ্র নির্মাণ (ওএফএসএসআই) নির্মাণ করা হয়েছে।

চাষী পর্যায়ে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করণ ঃ

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। আমাদের কৃষির প্রায় পুরোটাই ধান, গম ও পাট চাষের উপর নির্ভরশীল। এসকল ফসলের উৎপাদনশীলতার উপরই নির্ভর করে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি। ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক শক্তি হলো মানসম্মত ভাল বীজের ব্যবহার। শুধু মানসম্মত বীজ ব্যবহার করে সহজেই ১৫-২৫% উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশের ৮০% কৃষক নিজেদের উৎপাদিত বীজের উপর নির্ভরশীল এবং এ বীজের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনার হার কম হওয়ায় ফলন আশানুরূপ বাড়ছে না। প্রত্যন্ত অঞ্চলের চাষিদের ব্যবহৃত নিম্নমানের বীজ আধুনিক জাতের মানসম্মন্ন বীজ দ্বারা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে কৃষককে স্বল্পমূল্যে যথাসময়ে লাগসই জাতের মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের

লক্ষ্যে চিরাচরিত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সারা দেশের কৃষকদের মাঝে ৪২১.০০মে.টন ধান, ১৬২ মে.টন গম বীজ এবং ১.৮১৮ মে.টন পাট বীজ (ভিত্তি) বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪২১৮০টি ১১৫১৯ টি ধান, ৪০৫০টি গম এবং ৩০৩০ টি পাট বীজ উৎপাদনের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রদর্শনীগুলো বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৪৯২৬০ জন কৃষক, ১৫০০জন উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা এবং ৬০০ জন কর্মকর্তাকে প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষকের উৎপাদিত বীজ সংরক্ষনের জন্য ২,৭৭,৩৮০টি চটের বস্তা (পলিথিনসহ) এবং ৩০৩০টি কন্টেইনার প্রদান করা হয়েছে।

অনুরুপ ভাবে ডাল, তেল ও পেঁয়াজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার চাষী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ লক্ষ্যে চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয় যা জুন/২০১৮ পর্যন্ত চলবে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো- চাষী পর্যায়ে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে মানসম্মত বীজের চাহিদা পূরণ করা, সুষম সার ব্যবহার করে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা, বৃহৎ পরিসরে মানসম্মত বীজ উৎপাদনকারী চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা, মহিলাদের অংশগ্রহণের দ্বারা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করা এবং ডাল, তেল ও পেঁয়াজ আমদানী হ্রাস করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় কমানো। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ডাল জাতীয় ফসলের উপর ১৬৩৫০ টি বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন, ২০৮৪ টি মাঠ দিবস, ৫৬৮ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ, ৫২ ব্যাচ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, ১০ ব্যাচ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, ০১টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ণ, আঞ্চলিক কর্মশালা ১৩টি এবং ০২ টি জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ছিল ১২১০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১১৯১.০১ লক্ষ টাকা।

পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৯.৪১% এবং দেশের শ্রম শক্তির ৪৭.৫% কর্মসংস্থান হয় কৃষি খাতে। জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সাথে কৃষি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশ দানা জাতীয় ফসল উৎপাদনে স্বনির্ভর হলেও দেশের চর, হাওর ও দারিদ্র প্রবন এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। দেশের ৪৫% জনগোষ্ঠী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। খাদ্য নিরাপত্তার মূল উপাদান হলো- খাদ্যের পর্যাপ্ততা, জনসাধারনের দারপ্রান্তে খাদ্য সরবরাহ/ প্রাপ্যতা এবং খাদ্য গ্রহণ বা খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা ত্বরান্বিত করা। সীমিত সম্পদ ও জমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং পুষ্টি জ্ঞান সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে সকল স্তরের জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব। চর, হাওর ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে স্থানীয় আয় বৃদ্ধি, খাদ্য প্রাপ্যতা ও প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয় ও গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সহজতর হবে। এর জন্য "সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের" মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষক গ্রুপের মধ্যে ভাড়ার ভিত্তিতে ৬৭৬৩টি বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ, প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে সংরক্ষনের জন্য ৩৩৩টি কৃষক গ্রুপে ৩৩৩টি শেড নির্মাণ, ৪২৮৮ টি বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী স্থাপন ও উপকরণ সরবরাহ, ৬৫৭ ব্যাচ প্রযুক্তি ভিত্তিক কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ (মানসম্মত নিরাপদ ফসল উৎপাদন/ কৃষি বিপণন সিস্টেম/ বিবিধ), এসএএও/সমমানের কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (৭০ ব্যাচ), আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে জেলা পর্যায়ে কৃষি মেলা (১০টি), কৃষক ও ডিএই কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (২২ ব্যাচ), পুস্তিকা, লিফলেট, ফোল্ডার ইত্যাদি বিতরণ ও গণমাধ্যমে প্রচার এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়াও জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) অর্থায়নে "ফুড সিকিউরিটি থ্রু এনহেন্সড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন, ডাইভারসিফাইড সোর্সেস অফ ইনকাম, ভ্যালু এডিশন এন্ড মার্কেটিং ইন বাংলাদেশ (ময়মনসিংহ শেরপুর)" এর আওতায় ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার চারটি উপজেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃষক/কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রযুক্তি গ্রাম স্থাপন, কমিউনিটি কৃষি বাজার স্থাপন (৫টি), ৪৮টি ভিবিও (VBO- Village Based Organization) গঠনের মাধ্যমে আয় বহুমূখীকরণ ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনে মাঠ পর্যায়ে সমন্বিতভাবে যান্ত্রিকীকরণ এবং খামারভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে "খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে

মাঠ পর্যায়ে যথোপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ পানির অপচয় কমিয়ে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ কমানো, পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রযুক্তি দক্ষ ও কারিগরী জনবল এর মাধ্যমে কৃষকদের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়া এবং সেচ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী, চালক বা মেরামতকারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের মাধ্যমে এডব্লিউডি (AWD) প্রদর্শণী- ৮১০টি, ফিতা পাইপ সেচ (Hose Pipe Irrgation) প্রদর্শনী- ৫৪০টি, ড্রিপ সেচ প্রদর্শনী- ৫৪০টি, হ্যান্ড শাওয়ার সেচ প্রদর্শনী- ৬৩০টি, এসআরআই প্রদর্শনী- ৯০০টি, রেইজড বেড রাইস ইরিগেশন প্রর্দশনী- ৭২০টি, ৮৮ টি ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন সেচ প্রদর্শনী (Buried Pipe Line) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও কৃষক প্রশিক্ষণ- ৬১২ ব্যাচ, গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ ৫ ব্যাচ, কারিগরী কর্মকতা প্রশিক্ষন- ০২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৪৫ ব্যাচ, কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন- ১৮০ টি এবং ৩৬০টি মাঠদিবস বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ছিল ৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৯৮৫.৭০ লক্ষ টাকা।

ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ঃ

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ অন্যতম প্রধান উপকরণ। বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের প্রধান উৎস নদ-নদী ও বৃষ্টিপাত। শুষ্ক মৌসুমের পানি স্বল্পতা অতিমাত্রায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হচ্ছে। তাই ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারকে সীমিত রেখে সেচ কাজে ভূপৃষ্ঠের পানি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারে সেচ অবকাঠামোর একটি টেকসই প্রযুক্তির নামই "রাবার ড্যাম"। যার মাধ্যমে বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি জলাধার গুলোতে সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে প্রয়োজনের সময় সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সন্তোষজনক হওয়ায় জলাধারগুলোতে শুষ্ক মৌসুমের চাহিদা পূরণের মত পানি সঞ্চয় করা সহজ। পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভূ-উপরিস্থ পানি দিয়েই চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করা সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞগণ জানিয়েছেন। পাহাড়ি দুর্গম এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির উপযোগী সেচ প্রযুক্তি 'রাবার ড্যাম' জনপ্রিয় হচ্ছে। এর মাধ্যমে আগাম পাহাড়ী ঢল কিংবা সাগরের লোনা পানি প্রতিরোধ করে যেমন মাঠের ফসল রক্ষা করা হচ্ছে তেমনি ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনঃর্ভরণে সহায়তা করার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে। এই প্রযুক্তি জনপ্রিয় করা এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (WMCA) কে সক্রিয়করণ এর জন্য "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৯০০০ জন কৃষক, ৪০০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ৩৬০ জন উপজেলা/জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রকল্প এলাকায় ৪৭ টি ব্লক প্রদর্শনী, ৪৪৮ টি বসতবাড়ি প্রদর্শনী, ১০০ টি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও কৃষি মেলা, সেমিনার, চাষী সমাবেশ ও মাঠদিবস আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্প পূর্ববর্তী অবস্থায় প্রকল্প এলাকায় ১৩৯৮০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় ছিল। রাবার ড্যাম স্থাপনের ফলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ড্যামের পানি ব্যবহার করে ২৬১০৫ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় ফসলের নিবিড়তা বেড়েছে এবং উৎপাদন খরচ হ্রাস পেয়েছে। সেই সাথে প্রকল্প ভূক্ত এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর উপরে উঠার ফলে নলকূপে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অঞ্চল ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ ঃ

বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম ঘন বসতিপূর্ণ একটি দেশ। এ দেশের শতকরা ৭৫ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে নিয়োজিত আছে। দেশের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণে পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে শতকরা ১৪ ভাগ বেশী দারিদ্র্য বিরাজমান। এক হিসাব মতে দারিদ্র্যর হার পূর্বাঞ্চলে ৩৬%- ৩৯% ও পশ্চিমাঞ্চলে ৪৭%-৫৪% (বিবিএস, ২০০৮)। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আধুনিক প্রযুক্তি প্রসারের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ যোগাযোগ ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এর জন্য "বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রকল্পের ডিএই অংগে মোট ১৯০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্প ভুক্ত ৯টি জেলার ৫৮টি উপজেলায় ৩২৪০টি প্রদর্শনী স্থাপন, ১৩ ব্যাচ এসএএও প্রশিক্ষণ, ১১৭৫ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ, ০৯টি কৃষি মেলা এবং ২৯৩৪টি বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষক গ্রুপের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া "পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ০৪ টি (চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাঙ্গামাটি ও ঢাকা) অঞ্চলের ১৩ টি জেলার ১১০টি উপজেলায় ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, দারিদ্রতা হ্রাস, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৬৭০.০০ লক্ষ টাকার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। উল্লেখ্য প্রকল্পটি জুন ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছে। "সিলেট অঞ্চলে পতিত জমি ব্যবহারের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১০২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী স্থাপন, প্রযুক্তি ভিত্তিক কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ, এসএএও/সমমানের কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে কৃষি মেলা আয়োজন, কৃষক ও ডিএই কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, পুস্তিকা, লিফলেট, ফোল্ডার ইত্যাদি বিতরণ ও গণমাধ্যমে প্রচার এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি জনপ্রিয়করণ ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ফসলের নতুন নতুন পোকা মাকড় ও রোগ বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। ফসলে যথেচ্ছ রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্টসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, পাখি, অনুজীব ইত্যাদির বিলুপ্তি, উপকারী পোকা মাকড়ের সংখ্যা হ্রাস তথা জীব বৈচিত্র্য বিনষ্ট হচ্ছে। অনেক অপ্রধান ক্ষতিকর পোকা প্রধান ক্ষতিকর পোকায় পরিণত হচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে বালাই ব্যবস্থাপনায় শুধুমাত্র বালাইনাশকের ওপর নির্ভরশীলতা যেমন ব্যয়বহুল, তেমনি পরিবেশের জন্য দূষণীয় এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। বর্তমানে দেশে খাদ্য সংরক্ষণ, ফল পাকানো ইত্যাদি কাজে ফরমালিন, কার্বাইড, ইথিলিনসহ বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য মিশানো হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব উপায়ে কম খরচে বিষমুক্ত নিরাপদ ফসল উৎপাদনে কৃষকদের সক্ষম করে তোলা এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করার লক্ষ্যে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন খুবই জরুরী।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় পাঁচ বছর মেয়াদে বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলার ২৭৫ উপজেলায় চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক মাঠ স্কুল ও আইপিএম ক্লাব স্থাপন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন জোরদার করা, পরিবেশের কোনরূপ ক্ষতি না করে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করা, টেকসই ও পরিবেশ সম্মত উপায়ে কৃষকের উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনবল উন্নয়ন করে প্রকল্পের কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে ত্বরান্বিত করা, বালাইনাশকমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই বাবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয় করা, মানসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য জৈব কৃষি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং নিরাপদ ফসল উৎপাদনে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই প্রকল্পের অনুকুলে ২১৩১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মাধ্যমে ৩০০০টি কৃষক মাঠ স্কুল (ধান, সবজি ও ফল), ৩ ব্যাচ টিওটি (ডিটি, এফটি), ১ ব্যাচ ক্র্যাশ কোর্স (এসএএও), ৪টি পোকা ব্যবস্থাপনা কর্মশালা/সেমিনার, ১০০০টি আইপিএম ক্লাব'কে সহায়তা প্রদান এবং ১১০০টি জৈব কৃষি ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সহায়ক কর্মসূচি ঃ

দেশের চাহিদা পূরণের জন্য সরকার কর্তৃক সরাসরি কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানী করা হয় না তবে উৎপাদিত শস্য ধান দ্রুত এবং নিরাপদে আহরণ করার লক্ষ্যে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি দ্বারা ধান কাটা, মাড়াই করার জন্য রিপার ও কম্বাইন্ড হারভেস্টার যন্ত্র দেশীয় আমদানীকারকদের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি-২য় পর্যায়" প্রকল্পের মাধ্যমে ৫১টি জেলায় কৃষক পর্যায়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রদর্শণীর মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে সেগুলো জনপ্রিয় করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই প্রকল্পের মাধ্যমে যন্ত্র ক্রয়ে আগ্রহী কৃষক/কৃষক গ্রুপকে ৩০% হারে উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটি আধূনিক কৃষি ব্যবস্থা তথা যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনে যেমন সহায়তা রাখছে তেমনি উৎপাদিত ফসলের বিভিন্ন স্তরে অপচয় হ্রাস পাচ্ছে, শস্যের নিবিড়তা বাড়ছে, সর্বোপরি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও কৃষি শ্রমিকের অভাব লাঘব হচ্ছে। আকর্ষিক বন্যা, ঘুর্নিঝড়ের প্রাক্কালে তরিৎ শস্য আহরণে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতিসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আরএডিপি'তে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। এর মাধ্যমে কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী স্থাপন ও মাঠদিবস আয়োজন, ৭১৮৩টি কৃষি যন্ত্রপাতির বিপরীতে ৩০% হারে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, খামার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ল্যাবরেটরী সেড এবং ল্যাবরেটরী কাম অফিস বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।

দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা ও জলাবদ্ধতা, শুষ্ক মৌসুমে অনাবৃষ্টি ও অত্যধিক খরা, টর্নোডো, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাসের প্রার্দুভাব ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি, শীত মৌসুমে হঠাৎ শৈত্য এবং উষ্ণ প্রবাহ, ঘন কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি, ভূমিক্ষয় এবং নদীগর্ভ ভরাট হয়ে শুষ্ক মৌসুমে নদীপ্রবাহ কমে গিয়ে উপকূল অঞ্চলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি, এ দেশের কৃষির সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাতে বিপর্যস্ত করে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঝুঁকি মোকাবেলা করে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কৃষিকে খাপ খাইয়ে নিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব কৃষিজ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের দেশের বৃহত্তর সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে বন্যা ও জলাবদ্ধপ্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা, দেশের অব্যবহৃত ক্ষতিকর কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ আগাছাকে ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবেশবান্ধব সবজি ও মসলা উৎপাদনে উৎসাহিত করা, দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, জলাবদ্ধ এলাকাগুলোর পানিতে ডুবন্ত ভূমি কৃষি কাজে ব্যবহার এবং বর্ষা মৌসুমে সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণ করা এবং প্রতিকূল পরিবেশ, যেমন-বৃষ্টি, বন্যা ও খরার সময় সবজি ও মসলা চাষ করা এবং বন্যার সময় সবজির বীজতলা তৈরী করে মৌসুমী সবজির চারা উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর অর্থায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন

প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প" টি দেশের ১০টি জেলায় ৪২টি উপজেলায় ৪২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৬ সালের জুন মাসে প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি মেয়াদ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে ১৪০ টি ভাসমান প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপন, ১৭৫ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান, ১৮ ব্যাচ কৃষক/কৃষাণী উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ আয়োজন এবং কচুরিপানা ব্যবহার করে কৃষক পর্যায়ে ৬০০০ টি ভাসমান বেড স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া "কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প" ডিএই অংগের মাধ্যমে ৩০টি উপজেলায় ৭৫৬ ব্যাচ কৃষক/কৃষাণী প্রশিক্ষণ, ১২ ব্যাচ এসএএও প্রশিক্ষণ, ১৪ ব্যাচ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ এবং চরাঞ্চলের উপযোগী বিভিন্ন ফসল যেমন- মিষ্টিআলু, পানি কচু, মূখী কচু ও গাছ আলুসহ বিভিন্ন ফসলের ১১১৫টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি "চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (ডিএই অংগ)" এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কৃষিকে খাপ খাইয়ে নিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নোয়াখালী জেলায় কাজ করে যাচ্ছে।

বছরব্যাপী ফল উৎপাদন ঃ

নতুন নতুন জাতের ও প্রচলিত জাতের ফলের বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পাহাড়ী এলাকার পতিত জমি ফল চাষের আওতায় আনয়ন, পুরাতন বাগান কে পরিচর্যার মাধ্যমে উন্নতকরণ, বসতবাড়ির পরিত্যাক্ত জমিকে ফল চাষের আওতায় আনা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে নারিকেল চাষ সম্প্রসারণসহ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক "বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের মাধ্যমে নার্সারীম্যান, মালি, কৃষক, সিএইচপি এবং এসএএও প্রশিক্ষণ, বাণিজ্যিক মিশ্র ফল বাগান, বাণিজ্যিক ফল বাগান, বসতবাড়িতে ফল বাগান, ড্রাগন ফ্রুট, খাটো জাতের নারিকেল বাগান এবং বিভিন্ন নতুন ফল বাগান স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও মাল্টা ও কমলা চাষ করার মাধ্যমে দেশের চাহিদা মিটিয়ে আমদানী নির্ভরতা কমানোর জন্য কমলা উন্নয়ন প্রকল্পের (সমাপ্ত) ইতিবাচক ফলাফল ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে লেবু জাতীয় ফল চাষের উপযোগী ১৭ টি জেলার ৬৭ টি উপজেলায় কমলা, মাল্টাসহ অন্যান্য লেবুজাতীয় ফলের চাষ বৃদ্ধি, উন্নয়ন, উন্নত জার্মপ্লাজম সংগ্রহ এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে "সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প" এর অনুকূলে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৬২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ৫৫২.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এর মাধ্যমে লেবুজাতীয় ফলের ১৫০টি ব্লক প্রদর্শনী, ১০৩২০টি বসতবাড়ী প্রদর্শনী স্থাপন, ১১৮২০ জন কৃষক প্রশিক্ষণ, ১৩৫০ জন উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, মাঠদিবস ৩৩ টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন ১৮ টি, ৯ জন কর্মকর্তার স্টাডি ট্যুর সম্পন্ন করা হয়েছে ।

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা ঃ

ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্টির কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (আইএফএম) প্রযুক্তি ব্যবহার ও খামারের বহুমূখীকরণের মাধ্যমে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করে কৃষক-কিষাণীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক কিষাণীদের ক্ষমতায়ন করা, সেবা প্রদানকারী সংস্থা, বাজার নিয়ন্ত্রণকারী এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগসূত্র তৈরি করে খামারের লাভ বৃদ্ধি করা এবং কৃষক কেন্দ্রিক সম্প্রসারণ সেবা গড়ে তোলার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে "সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২২৫০টি কৃষক মাঠ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার মাধ্যমে ১১২,৫০০ জন কৃষক/কৃষাণীকে সুফল প্রদান করা হয়েছে, ৩৭৫০ জন কৃষক সহায়তাকারী সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ১৬০টি কৃষক সংগঠনকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সেবা প্রদানকারী সংস্থা, বাজার নিয়ন্ত্রণকারী ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সাথে কৃষকের যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে ১৭৩৬ টি সমন্বয় সভা করা হয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার ঃ

- ডিএই'র প্রধান কার্যালয় ২৫০ (দুই শত পঞ্চাশ) টি কম্পিউটার সংযুক্ত করে উচ্চ গতির লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত LAN এর সংগে উচ্চগতির (5 Mbps) ফাইবার অপটিক ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে এবং কার্যালয়কে উচ্চগতির WiFi Network এর আওতায় আনা হয়েছে।
- ডিএই'র ডোমেইন থেকে সব কর্মকর্তার জন্য মোট ১৮৯০ টি ই-মেইল ঠিকানা দেয়া হয়েছে।
- ডিএই'র কর্মকর্তাদের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি অনলাইন পিএমআইএস ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন নিজস্ব ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার কওে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করতে পারবেন।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ডিএই'র একটি Facebook Page চালু করা হয়েছে।
- কৃষি পন্যের বাজার তথ্য সংগ্রহের জন্য "কৃষি বাজার" নামে একটি Webportal তৈরি করা হয়েছে।

- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন নোটিশ, প্রজ্ঞাপণ ইত্যাদি প্রচার, মাঠে বালাই দমনে আগাম নির্দেশনা প্রদান, মৌসুমভিত্তিক ফসল সংরক্ষণে তাৎক্ষনিক বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান, অনলাইনে ফসলের বিভিন্ন অবস্থা ও অগ্রগতির রিপোর্ট গ্রহণ, সার আমদানীকারক, প্রস্তুতকারক, বিতরণকারীদের তালিকা, ফাইটোস্যানিটারী সার্টিফিকেট প্রকাশ, নিয়োগ বিজ্ঞাপন এবং ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি কার্যক্রমসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় লিংক যা কৃষক এবং কৃষির সাথে জড়িত ব্যাক্তিবর্গের চাহিদা মেটাচ্ছে।
- ই-ফাইলিং এর জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিটি উইং হতে কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ কে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিয়োগ-২০১৬ অনলাইনে শুরু হয়েছে। অধিদপ্তরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ে কীটনাশকের লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
- ই-কৃষি সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল ডকুমেন্টেশনের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। যা ২০১৬-১৭ সালের এডিপি'তে সবুজ পাতায় রয়েছে। প্রকল্পটিতে ই-কৃষি সম্প্রসারণ সেবা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের ডিজিটাল ডায়েরি এবং অনলাইনে তাদের অবস্থান সনাক্তকরণ, আইসিটি ব্যবহার করে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের কর্মসূচী প্রণয়ন, টেবলেট/স্মার্টফোন ব্যবহার করে আবাদী এলাকা সহ ব্লকের প্রতিবেদন দাখিল, মোবাইলের মাধ্যমে কৃষকদের নগদ সহায়তা ও ট্রেনিং ও ভাতা প্রদান এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের কৃষতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়াও জিআইএস ও রিমোট সেনসিং প্রযুক্তি ও এ প্রকল্পে অর্ন্তভূক্ত রাখা হয়েছে। প্রকল্প হতে কৃষক ডাটাবেজ তৈরীর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের উদ্ভাবিত তিনটি কৃষি উদ্ভাবন যেমন কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা এবং ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন এর ব্যবহার মাঠ পর্যায়ে শুরু হয়েছে।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আটটি উইং হতে আটটি সেবা সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং হতে গৃহিত বালাইনাশকের নিবন্ধন ও সনদপত্র প্রদান সহজীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম শেষের পথে। এছাড়াও প্রযুক্তি ও চাহিদাভিত্তিককৃষকের মাঠে কৃষক প্রশিক্ষণ, পেনশন সেবা সহজিকরণ, বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ফসলের আবাদ, উৎপাদন ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ছাত্র ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম, সূলভ মূল্যে বীজ, চারা সরবরাহ, প্রকল্প/কর্মসূচী অনুমোদন সেবা সহজিকরণ এবং আমদানী অনুমতিপত্র ইস্যুকরণ কার্যক্রম সহজিকরণের লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে চলছে।

ক্রপস্ উইং এর গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জন ঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এর সাংগঠনিক কাঠামো পূর্ণগঠিত হওয়ার মাধ্যমে অর্থকরী ফসল উইং এর নাম পরিবর্তন করে ক্রপস্ উইং করা হয়েছে। এর ফলে অধিকাংশ ফসলই বর্তমানে ক্রপস উইং এর মধ্যে অর্ন্তভূক্ত । ক্রপস উইং দানাদার, ডাল ও তেল জাতীয় ও অর্থকরী ফসলের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। এর প্রেক্ষিতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ক্রপস উইং প্রথমবারের মত নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ফসলের (রবি ও খরিফ মৌসুমে) আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা এবং উৎপাদন কৌশল নির্ধারণ করেছে। ক্রপস উইং কর্তৃক নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচি ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের খরিফ-১, খরিফ-২ এবং রবি মৌসুমের মোট ৩৮টি ফসলের আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া এসব ফসলের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কৌশলসমূহ ও কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে করণীয়কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া ২০১৫-১৬ রোপন মৌসূমে গম, ভূট্টা ও নন-মিলজোনে আখের ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ চলতি অর্থবছরে পাট উৎপাদনে আধুনিক কলাকৌশল ও পাট পঁচানোর উন্নত প্রযুক্তি কৃষকের মাঝে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। চাষি পর্যায়ে পাটের আধুনিক উফশী জাত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া M4C-Swisscontact Bangladesh এর মাধ্যমে জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও রংপুর জেলার চরাঞ্চলে পাটের উৎপাদন ও পাট পঁচানোর উন্নত ধরনের কলাকৌশল এবং সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও রংপুর জেলার চরাঞ্চলে চীনাবাদাম উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল সম্প্রসারণ এবং প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে । এছাড়াও এর মাধ্যমে SAAO ও চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

হর্টিকালচার উইং এর সম্প্রসারন সেবা সমূহ ঃ

দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পুষ্টি সমস্যা সমাধান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ, পরিবেশবান্ধব কৃষি, উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন ও রপ্তানীমুখী কৃষি পণ্য উৎপাদনে কৃষক ও উদ্যোক্তাদের চাহিদামাফিক সেবা প্রদানের লক্ষ্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইং সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। উদ্যান ফসল সম্প্রসারণ, মাতৃবাগান সৃজন, জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ এবং মানসম্পন্ন বীজ, চারা, কলম উৎপাদন এবং সুলভ মূল্যে সরবরাহের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ৭৩টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে হর্টিকালচার উইং এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ উইং এর মাধ্যমে দেশে মাশরুম চাষপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও মাশরুমের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে সাভারে একটি আধুনিক গবেষণাগারসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে।

হর্টিকালচার উইং এর প্রধান দায়িত্ব ঃ ১. হর্টিকালচার সেন্টার পরিচালনা ও সেবা প্রদান, ২. হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের অন্যতম প্রধান কাজ হলো প্রতি বছর ফল, ফুল, কন্দাল, সবজী ও ঔষধী গাছের মানসম্মত চারা ও কলম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন করে সূলভ মূল্যে বিক্রয় করা, ৩. দেশ বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ফল, ফুল, কন্দাল ও সব্জীর জাতসমূহ সংগ্রহপূর্বক জাতগুলোর এদেশের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগিতা যাচাইকরণ এবং উপযোগী জাতসমূহ দ্বারা মাতৃবাগান সৃজন ও সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ, ৪. দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (আগাম, নাবী ও বারমাসি) বিভিন্ন ফলের গাছ মাতৃবৃক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে সেখান থেকে সায়ন সংগ্রহ করে কলম তৈরি ও ঐসব জাতের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা, ৫. উদ্যান ফসলের লক্ষ্যমাত্রা ও উৎপাদন কৌশল নির্ধারণ, ৬. বাংলাদেশে ফল ও ফুলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা, ৭.শাকসবজী, মসলা ও কন্দাল ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা, ৮. জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ফলমেলার আয়োজন ও ফল বৃক্ষরোপণ এবং ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা, ৯. দেশি ফলের পরিচিতি বাড়ানো ও বারো মাস ফলপ্রাপ্যতার কৌশল নির্ধারণ, ১০. বাণিজ্যিক নার্সারী স্থাপনে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান, ১১. নতুন ফলবাগান সৃজন ও বাগান ব্যবস্থাপনা এবং ১২. বাংলাদেশে উদ্যান ফসল উৎপাদনের সমস্যাবলীর সমাধান প্রদান ।

হর্টিকালচার উইং কর্তৃক ফল-সবজির চারা/কলম/বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় হর্টিকালচার উইং কর্তৃক সারা দেশে গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (২০১৫-১৬ বছরের হিসাব সমন্বয় করা শেষ হয়নি) ফলদ ও ঔষধির মোট ১,২৯,২২,৫০১ টি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। জাতীয়ভাবে ঢাকায় ফল, সবজি ও মধু মেলার আয়োজন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ফল-সবজির চারা/কলম/বীজ ও অন্যান্য দ্রব্যাদির বিক্রয় বাবদ ৩,৪৮,০৭,৪১১ টাকা আয় করেছে যা ইতোমধ্যে ট্রেজারিতে জমা দেয়া হয়েছে।

সারণি ১ : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হর্টিকালচার উইং কর্তৃক বিভিন্ন ফল-সবজির চারা / কলম / বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

ক্রমিক নং	ফল-সবজির চারা/কলম/বীজ	উৎপাদন	বিতরণ
১	ফলের চারা/কলম	২৫৭৪৩২৪টি	১৭২১৪৩৫টি
২	মসলার চারা/কলম	১৬৮২৫৫টি	১৩৮০৯৮টি
৩	সবজির চারা	১৩৪২৭৬৬টি	১১৫১০৬২টি
৪	সবজির বীজ	১৩৭৯ কেজি	৮৭ কেজি
৫	মাশরুম স্পন ও মাশরুম	১৫২১৫ প্যাকেট	১৫২১৫ প্যাকেট
৬	অন্যান্য চারা/কলম	৭৭৮১৩০টি	৫১৫৩৩৬টি

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর সম্প্রসারণ সেবা সমূহ ঃ

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর মাধ্যমে সারা দেশে আবাদকৃত ফসল ও ফল-মূলের ক্ষতিকারক রোগবালাই থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, রোগবালাই দ্বারা ফসল আক্রান্ত হলে ফসল রক্ষার জন্য তাৎক্ষনিকভাবে সঠিক কারিগরী পরামর্শদান ও সঠিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে কৃষককে সহায়তা দান, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন কলাকৌশল নিরুপন, রোগ বালাই সম্পর্কে জরিপ ও আগাম ব্যবস্থা গ্রহণে কৃষককে সতর্ক করা। এছাড়াও মাঠ ফসলে ও জনস্বাস্থ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের বালাইনাশকের নিবন্ধন, উৎপাদন ও বিপণনে লাইসেন্স প্রদান এবং বালাইনাশকের মান-নিয়ন্ত্রনে ও বিধিবদ্ধ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এ উইং এর প্রধান কাজ। বিভিন্ন যৌথ ধারণা ও বিষয়ে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, এনজিও ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোথাযোগ রক্ষা করা। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বালাইনাশকের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমান- ২,৭০,২৯,৮০০/- (দুই কোটি সত্তর লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত টাকা মাত্র)।

জাতীয় ইদুঁর নিধন অভিযান ২০১৫'তে নিধনকৃত ইদুঁরের সংখ্যা প্রায় ১,৩৯,৩৯,৯৮৬ টি। যার মাধ্যমে ফসল রক্ষা পেয়েছে প্রায় ১,০৪,৫৪৯.৮৯৫ মে.টন। কৃষি কাজে ব্যবহৃত বালাইনাশকের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে-৮৮৫ টি, কৃষি কাজে ব্যবহৃত বালাইনাশকের রেজিস্ট্রেশন (বায়ো) সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে- ০৯ টি, জনস্বাস্থ্যে ব্যবহৃত বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে- ১৫৫ টি, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়েছে- ০৭ টি, লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে- ১৬০ টি, ল্যাবরেটরিতে পরিক্ষাকৃত বালাইনাশকের নমুনার সংখ্যা-২৩০৫টি, ওয়েব সাইটে রোগ ও পোকামাকড় বিষয়ক লিফলেট তৈরি ও প্রেরণ-১০টি। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আই পি এম) প্রকল্প থেকে এফ এস এস হয়েছে ৩০০০টি, এবং ২০০০টি ক্লাব গঠন পর্যায়ে আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা মোতাবেক কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে আনার বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গৃহীত ব্যবস্থা ও উদ্যোগসমূহ -সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা'র মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, বসতবাড়িতে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন, সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার, আলোর ফাঁদ ব্যবহার, পার্চিং স্থাপন, ব্লক, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সকল প্রশিক্ষনে কৃষকদের বালাইনাশকের পরিমিত (Judicious use) ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং খুচরা ও পাইকারী বালাইনাশক ডিলারদের বালাইনাশক ব্যবহারে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষনদান কর্মসূচীসমূহ এই উইং এর নিবিড় তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও The Pesticides Ordinance 1971, The Pesticides Rules 1985 ও 2010 (Amendment) -এর বাংলাকরণ ও সংশোধনের কাজ চলছে।

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর সেবা সমুহ ঃ

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর একটি গুরুত্বপূর্ন অংগ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-য় স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে টিকে থাকতে WTO-SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures) Agreement অনুযায়ী উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করা উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর জন্য বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশের কৃষিকে রক্ষার জন্য উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং WTO-SPS Agreement- এর আলোকে IPPC-র নির্দেশনার মাধ্যমে উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন-২০১১ অনুযায়ী আমদানিকৃত উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য, উপকারী জীবাণু এবং প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল এর সাথে পরিবাহিত হয়ে যাতে বিদেশী পোকামাকড় ও রোগবালাই দেশে প্রবেশ করতে না পারে, সে বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন ও ঝুঁকিমুক্ত আমদানি নিশ্চিতকরন এবং আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান অনুসরনপূর্বক বিদেশে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পন্য রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম বৃদ্ধি ও গতিশীলকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এজন্য ১৩৪টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানির নিমিত্ত কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে শাক-সবজী ও ফল উৎপাদন করে ১৮০৭ মে.টন শাক-সবজী এবং ১৭৫ মে.টন আম বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। বর্তমানে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে রপ্তানি যোগ্য আম এবং পান উৎপাদনের লক্ষ্যে Action Plan তৈরী ও বাস্তবায়নের কাজ চলছে। কৃষিজাত পণ্যের নিরাপদ আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে ২০১১ সালে প্রণীত "উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১" এর অধীন খসড়া উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন পূর্বক অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্মকর্তা, রপ্তানি কারক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য Strengthening Phytosanitary Capacity in Bangladesh প্রকল্পের মাধ্যমে ১০৭জন কর্মকর্তা, ৩১৮০জন কর্মচারী ও আমদানি/রপ্তানিকারকগণকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঢাকার অদূরে শ্যামপুরে কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউস নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাল সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি রোধে নিরাপত্তা হলোগ্রাম যুক্ত Secured Phytosenitary Certificate (PC) - এর প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশের উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ই-ফাইটোসেনেটারী সার্টিফিকেট পদ্ধতি প্রবর্তন এবং দেশের সকল সংগনিরোধ কেন্দ্রের ল্যাবরেটরী আধুনিকীকরণের কাজ এ উইং এর পর্যবেক্ষণে চলছে। বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর আওতাধীন মোট ৩০টি সংগনিরোধ কেন্দ্র (০২টি সমুদ্র বন্দর, ০৩টি বিমান বন্দর, ০১টি নদী বন্দর এবং ২৪টি স্থল বন্দর) রয়েছে। এছাড়াও পটুয়াখালীর পায়রা সমুদ্র বন্দর এবং ঢাকার কেরানীগঞ্জের পানগাঁও ইন্ডল্যান্ড কন্টেইনার টার্মিনাল এই দুটি নতুন সংগনিরোধ কেন্দ্র স্থাপন এবং জনবল পদায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও রুটিং কাজের অংশ হিসেবে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আমদানি এবং রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২১,৭৩১টি আমাদানি অনুমতিপত্র (IP), ৬৩,২২৭টি উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সনদ (PC), ৬৩,৫৪৫টি ছাড়পত্র (RO) এবং ৪,৩৭২টি বিশেষ ছাড়পত্র (SRO) প্রদান করা হয়েছে। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৩,৯১,৯৭,১৪০/= টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

ঙ. ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সর্বমোট প্রকল্প ও কর্মসূচির সংখ্যা, বরাদ্দ, মোট ব্যয় ও আর্থিক অগ্রগতি ঃ

প্রকল্প/কর্মসূচী	সংখ্যা	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতির হার
প্রকল্প (এডিপি ভূক্ত)	২৫	৪৮৫৬২.০০	৪৮০৪১.৬৭৪	৯৮.৯৩%
এডিপি বহিভূত প্রকল্প	০১	৬৫৭.২৪	৬৫৬.৩০	৯৯.৮৬%
কর্মসূচী	০৫	৬২৩.০৮	৬২২.৭১	৯৯.৯৪%

২০১৫-১৬ অর্থবছরে শুরু হওয়া নতুন প্রকল্পের সংখ্যা: ০২টি - ১. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ২. বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০৫টি - ১.কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প, (ডিএই অংগ), ২য় সংশোধিত, ২.পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম সংশোধিত, ৩.ফুড সিকিউরিটি থ্রু এনহেন্সড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন ডাইভারসিফাইড সোর্সেস অফ ইনকাম ভ্যালু এডিশন এন্ড মার্কেটিং ইন বাংলাদেশ প্রকল্প, ৪. বন্যা ও জলাবদ্ধতা প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং ৫. ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম (এনএটিপি-২) প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটি-১ম সংশোধিত ।

ছ. উল্লেখযোগ্য সাফল্য গাথা

নার্সারিই বদলে দিয়েছে হক মিয়ার জীবন

ঋণ গ্রহীতাঃ মোঃ হক মিয়া
পিতার নামঃ আব্দুল মোতালেব
ভিবিওঃ সন্ধ্যাকুড়া ভিবিও সমবায় সমিতি লিমিটেড
উপজেলাঃ হালুয়াঘাট, জেলাঃ ময়মনসিংহ
উদ্যোগঃ নার্সারি ব্যবসা
মোবাইল ফোন নংঃ ০১৯২১৯৯০৯২০

মোঃ হক মিয়া (বয়স ৩৪) কেবল নাম সই করতে পারেন এবং তাঁর পরিবারে পাঁচজন সদস্য রয়েছে। তাঁর প্রধান পেশা নার্সারি ব্যবসা। তিনি ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে সন্ধ্যাকুড়া ভিবিওতে সদস্য হিসাবে যোগদান করেন এবং বর্তমানে এতে তাঁর ৫,০০০ টাকার শেয়ার রয়েছে। তিনি ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে ভিবিও পরিচালিত সিআরএফ হতে ২০,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন। তিনি এই ঋণের টাকা ও ব্যক্তিগত উৎস হতে সংগ্রহ করা আরো ১,০০,০০০ টাকা নার্সারি ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। প্রকল্প ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় তিনি নার্সারি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ নেন এবং ভুট্টার প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন।

ভিবিওতে যোগ দেয়ার আগেই হক মিয়ার দশ শতাংশ জমির উপর একটি ছোট নার্সারি ছিল। সে সময় তিনি সাংসারিক খরচ চালানোর জন্য দিনমজুর হিসাবেও কাজ করতেন। ভিবিওতে যুক্ত হওয়ার পর সিআরএফ থেকে প্রাপ্ত ঋণ, কারিগরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের সহায়তায় তিনি তাঁর নার্সারি ব্যবসাকে ১.৫ একর জমিতে সম্প্রসারিত করেন। এখন তাঁর নার্সারিতে প্রায় ৬০,০০০ চারা আছে যার মূল্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা। সিআরএফ হতে ঋণ গ্রহণের আগে তাঁর মাসিক আয় ছিল ৭,৫০০ টাকা যা বর্তমানে ৩৩,০০০ টাকায় দাড়িয়েছে। শুধুমাত্র নার্সারি থেকেই তাঁর মাসিক আয় হয় ৩০,০০০ টাকা।

নার্সারি ব্যবসায় আরো উন্নতি করার জন্য তিনি ৭৫ শতাংশ জমি লিজ নিয়েছেন, একটি অগভীর নলকূপ বসিয়েছেন এবং দুটি ভ্যান কিনেছেন। এছাড়াও তিনি একটি গাভী ও কিছু আসবাবপত্র কিনেছেন। সামগ্রিকভাবে তার জীবনযাত্রার মানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষভাবে সন্তানদের পড়ালেখা, খাদ্য, পোশাক, উৎসব এবং দানের ক্ষেত্রে তাঁর খরচ আগের চেয়ে বেড়েছে। এছাড়া তাঁর পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রধান প্রধান খাদ্যোপাদানের পরিমাণ আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। ভিবিওর কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে আয় বাড়ার পাশাপাশি তাঁর সামাজিক স্বীকৃতি ও অংশগ্রহণও বেড়েছে।

মাইন উদ্দিনের বসতবাড়ির সবজি চাষ এখন মেয়ের পড়াশুনার ব্যয় বহনের সাথী

ঋণ গ্রহীতা: মোঃ মাইন উদ্দিন
পিতার নাম: নিজাম উদ্দীন
ভিবিও: বনকালি ভিবিও সমবায় সমিতি লিমিটেড
উপজেলা: ঝিনাইগাতী, জেলা: শেরপুর
উদ্যোগ: সবজি চাষ

মোঃ মাইন উদ্দিন (বয়স ৪৮) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন এবং তাঁর পরিবারে আটজন সদস্য রয়েছে। তাঁর প্রধান পেশা চাষাবাদ ও মাছ চাষ; তবে তিনি মাঝে মাঝে ভ্যান চালিয়েও আয় বাড়াতে চেষ্টা করেন। তিনি ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে বনকালি ভিবিওতে সদস্য হিসাবে যোগদান করেন এবং এতে বর্তমানে তাঁর ২,০৪০ টাকার শেয়ার রয়েছে। সবজি চাষে বিনিয়োগ করার জন্য তিনি ২০১৩ সালের অক্টোবরে ভিবিও পরিচালিত সিআরএফ থেকে ১০,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন এবং পাশাপাশি নিজস্ব উৎস হতে ৭,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এছাড়াও তিনি ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ভিবিও হতে ৫,০০০ টাকা হতদরিদ্র অনুদান পান এবং এ অর্থ তিনি সমিতিতে শেয়ার নেয়া ও মাছ চাষে বিনিয়োগ করেন। প্রকল্প ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় তিনি কৃষক মাঠ স্কুল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য উপকরণ পেয়েছেন।

ভিবিও পরিচালিত সিআরএফ থেকে ঋণ নেয়ার আগে মাইন উদ্দিন এক একর জমিতে ধান চাষ করতেন। একই জমিতে সমন্বিত সবজি চাষ শুরু করার পর থেকে তাঁর মাসিক হয় ৫,৫০০ টাকা। তিনি মাছ চাষ থেকে আরও ১,০০০ টাকা আয় করেন। বর্তমানে সব মিলিয়ে তিনি মাসে মোট ৭,৫০০ টাকা আয় করেন যা কিনা সিআরএফ হতে ঋণ গ্রহণের পূর্বে ৫,৫০০ টাকা ছিল।

আয় বাড়ার কারণে মাইন উদ্দিনের জীবনযাত্রার মানে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। গত বছর তিনি একটি ঘর সংস্কার করেছেন এবং অল্প কিছু নতুন আসবাবপত্র ও একটি মোবাইল ফোন ক্রয় করেছেন। সন্তানদের শিক্ষা, খাবার এবং উৎসবে তাঁর ব্যয় আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। বিশেষ করে তিনি এখন তাঁর মেয়ের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ করতে পারছেন। ভিবিও এর সাথে সম্পৃক্ততার আগে পরিবারের সদস্যদের দিনে তিনবেলা খাবার যোগাতে তাঁর কষ্ট হতো; কিন্তু এখন তিনি মোটামুটিভাবে তিনবেলা খাবারের যোগান দিতে পারেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা এখন আগের চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণে শাক-সবজি, ডিম, দুধ এবং ফলমূল খেতে পারে। তিনি মনে করেন যে, ভিবিওর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও এর সুবিধা গ্রহণের ফলে তাঁর সামাজিক অবস্থান কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

মাল্টা চাষে ইসমাইল হাসে

ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজরিত জেলা মেহেরপুর। মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি গ্রামের এক প্রাণোচ্ছল প্রগতিশীল কৃষক মোঃ ইসমাইল হোসেন। কৃষক ইসমাইলের বর্নিল স্বপ্ন শুরু মাল্টা চাষ পরিক্রমা থেকে। বর্তমানে সে একজন সফল মাল্টা চাষী। আজ তার সাফল্য কাহিনী আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করব মাত্র।

২০১৩ সালের মার্চ মাসে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস থেকে উচ্চমূল্য ফসল-মাল্টা উৎপাদন বিষয়ক একদিনের প্রশিক্ষণ গ্রহনের মাধ্যমে তার যাত্রা শুরু। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের খরিপ-১ মৌসুমে দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প হতে মাল্টার আধুনিক উৎপাদন কৌশল এর উপর ০১ টি প্রদর্শণী দেয়া হয় কৃষক ইসমাইলকে। প্রকল্পের পক্ষ থেকে এই প্রদর্শণীর জন্য ৫০টি নির্ধারিত বারি মাল্টা-১ এর চারা দেয়া হয় ইসমাইলকে। তিনি নির্দেশনা অনুসারে ২৫ শতক জমিতে এইচারাগুলো রোপন করেন। নিয়ম মাফিক আগাছা দমন, সেচ বা নিষ্কাশন, সার প্রয়োগসহ অন্যান্য পরিচর্যা দেয়ার পর চারাগুলো তর তর করে

বড় হতে থাকে সাথে সাথে বাড়তে থাকে কৃষক ইসমাইলের বুকের আশা ভরসা। ২০১৪ সালে দু একটি গাছে মাল্টা আসে। মাল্টার আকার, আকৃতি, স্বাদে ও মিষ্টতায় অভিভূত হয় ইসমাইল এবং উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সবাই। এরপর ২০১৫ সালে গাছ ভরে সব গাছেই মাল্টা আসে এবং প্রতিটি গাছে ২৮ থেকে ৮৫ পর্যন্ত ফল ধরে। গাছ যেন দেখা যায়না, শুধু মাল্টা আর মাল্টা। প্রতিটি ফলের ওজন ১৭৫ থেকে ২৯৫ গ্রাম। আমাদের দেশের জলবায়ুতে সাধারনত এপ্রিল-মে মাসে ফুল আসে এবং সেই ফুল থেকে ফল পরিপক্ক হয় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। এই সময় আমাদের দেশে আম, জাম, কাঠাল বা লিচুর মত জনপ্রিয় ফলগুলো পাওয়া যায়না বিধায় মাল্টার চাহিদা আকাশচুম্বি। তাছাড়া বারি মাল্টা-১ জাতটি অতুলনীয়। পাকিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া, লেবালন, তুর্কি বা অন্যান্য দেশ থেকে আমদানীকৃত ও কৃত্রিম উপায়ে হলুদ বা কমলা রংকৃত মাল্টা টক এবং স্বাদহীন বিধায় বারি মাল্টা-১ জাতটির চাহিদা ব্যাপক। এই মাল্টা মিষ্টি, ভেজালমুক্ত এবং রসালো।

ইসমাইল মাল্টা বাগানে আন্তফসল হিসাবে তিনি ২০১৫ সালে পটল চাষ করেন। মাচায় ধরে সারি সারি পটল যা দেখে কৃষক ইসমাইলের প্রাণ জুড়িয়ে য়ায়। ঐ বছর তিনি শুধু আন্তফসল পটল থেকেই আটত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা আয় করেছেন আর একত্রিশ শত মাল্টা বিক্রি করে আয় করেন হাতে বাষট্রি হাজার টাকা। প্রতিটি মাল্টা বিক্রি করেন কুঁড়ি টাকা দরে। এছাড়া প্রায় হাজার খানেক মাল্টা দিয়েছেন আত্নীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং বিভিন্ন অফিস আদালতে। সব মিলিয়ে তিনি তার পঁচিশ শতক জমি থেকে ২০১৫ সালেই আয় করেন এক লক্ষ দুই হাজার টাকা।

চলতি বছর তার বাগানের প্রতিটি গাছে ১০০ থেকে ২১৫টি করে গড়ে ১৫০টি মাল্টা ধরেছে। মাল্টা থেকে আয় করবেন কমপক্ষে পঁচাত্তর হাজার টাকা। তবে এবছর গাছের আকার আকৃতি বড় হওয়ায় বাগানে বিশেষ ফাঁকা স্থান না থাকায় আন্তফসল চাষ করতে পারেননি। তবে তিনি এবার এই সতেজ বর্ধণশীল বাগান থেকে করেছেন প্রায় ১২০০গুঁটি কলম (air layering) যা তিনি গড়ে বিক্রি করছেন তিনশত টাকা দরে। সর্ব সাকুল্যে তিনি এবছর বাগান থেকে আয় করবেন প্রায় চার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। এবছর তিনি আরো ১০ বিঘা জমিতে মাল্টা চাষ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছেন। তিনি আশা করছেন তিন বছর পরে এগার বিঘা মাল্টা থেকে বছরে চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আয় করতে পারবেন। তাঁকে, তাঁর সাফল্য এবং মাল্টা বাগান দেখতে দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসছে শত শত কৃষক কৃষাণী। ইসমাইল এখন পরিচিত হয়েছেন মাল্টা ইসমাইল নামে শুধু ইসমাইলকে আর কেহ চেনেন না।

পটল চাষে সুদিন আসে

স্বপন কুমার হাং, পিতা রমনী রঞ্জন হাং, পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার অর্ন্তগত গৌরিপুর ব্লকের গৌরিপুর গ্রামের একজন প্রতিশ্রুতিশীল চাষী। তিনি উপজেলা কৃষি দপ্তর ভান্ডারিয়া হতে পিজিবি-আইএডিপি প্রকল্পের আওতায় "এ্যাডাপ্টিভ ট্রায়াল প্রযুক্তি প্রদর্শনী" স্থাপনের মাধ্যমে সবজী জাতীয় ফসলের একটি কাকরোল প্রদর্শনী স্থাপন করেন। উপজেলা কৃষি দপ্তর ভান্ডারিয়া থেকে প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়। প্রদর্শনী স্থাপন করতে তার সর্ব মোট ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকা খরচ হয়। প্রদর্শনীর আয়তন ছিল ৩৩ শতক। উক্ত প্রদর্শনীর হেক্টর প্রতি কাকরোলের উৎপাদন ছিল ২ মেঃ টন যা থেকে তিনি আয় করেন ৮১০০০/- (একাশি হাজার) টাকা। পিজিবি-আইএডিপি প্রকল্পের সম্মানীত প্রকল্প পরিচালক মহোদয় সহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পিরোজপুর এর মাননীয় উপ-পরিচালক মহোদয় এবং ভান্ডারিয়া উপজেলার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে উক্ত প্রদর্শনী পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান করেন। উক্ত প্রদর্শনীতে তার ব্যয় ও আয়ের অনুপাত ছিল ১ঃ৪। তার দেখাদেখি উক্ত এলাকার ৩৫-৪০ জন চাষী কাকরোল চাষে এগিয়ে এসেছে এবং অত্র এলাকায় কাকরোল চাষে ব্যপক সারা জেগেছে।

ঝ. উপসংহার

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে কৃষক ও কৃষিবিদদের নিরলস প্রচেষ্টায় দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করেছে। কৃষি বান্ধব বর্তমান সরকার কৃষি উৎপাদন উপকরণের মূল্য হ্রাসের মাধ্যমে সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি পরিবর্তিত জলবায়ুর উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে বিশাল জনসংখ্যার এ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা। ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এ দেশের খাদ্য উৎপাদন স্বাধীনতাত্তোর সময়ের চেয়ে তিন গুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পাশাপাশি স্বল্প পরিমাণে হলেও বাংলাদেশ আজ চাল রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আমাদের কৃষি এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। এই অর্জন ও সাফল্য ধরে রেখে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্যে উদ্বৃত্ত ও বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীকে পুরোপুরি দারিদ্রমুক্ত করাসহ অর্জিত উন্নয়নকে টেকসই করতে এখন আমাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে হবে। সেই সংগে অর্জন করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সনের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সুখী, সমৃদ্ধ সোনারবাংলা গড়ার লক্ষ্য। গভীর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিরন্তর প্রয়াসকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সফল করে তুলবে।